بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত আলী (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত ০১ জানুয়ারী ২০২১ তারিখের

খুৎবা জুম'আর সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ)বলেন ঃ

হযরত আলী (রা.)-এর স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আলীর শাহাদতের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, বিষয় পুরোপুরি নিস্পত্তি হওয়ার পূর্বেই খারেজীরা পরামর্শ করে যে যত জ্যেষ্ঠ রয়েছে, তাদেরকে হত্যা কর আর (তাদের ভাষ্যানুসারে) এভাবে এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটাও। অতএব তাদের ধৃষ্টরা বা দুঃসাহসীরা এই অঙ্গীকার করে বের হয় যে, তাদের একজন হযরত আলীকে, একজন হযরত মুআবিয়াকে, আর আরেকজন হযরত আমর বিন আস-কে একই দিনে এবং একই সময়ে হত্যা করবে। যে ব্যক্তি হযরত মুআবিয়াকে হত্যার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল, সে যদিও হযরত মুআবিয়ার ওপর হামলা করে, কিন্তু তার তরবারি সঠিক স্থানে আঘাত করতে পারেনি আর হযরত মুআবিয়া সামান্য আহত হন। সেই ব্যক্তি ধরা পড়ে আর পরবর্তীতে তাকে নিহত করা হয়। যে ব্যক্তি হযরত আমর বিন আস-কে হত্যা করতে গিয়েছিল, সে-ও ব্যর্থ হয়। যে ব্যক্তি হযরত আলীকে হত্যা করতে বের হয়েছিল, ফজরের নামাযের জন্য তিনি যখন দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন, তখন সে তাঁর ওপর হামলা করে এবং তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। মহানবী (সা.) হযরত আলীর শাহাদতের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। হযরত উবায়দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) হযরত আলীকে বলেন, হে আলী!..... পূর্ববর্তীদের মাঝে সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি ছিল হযরত সালেহ্-র উটনীর পায়ের রগ কর্তনকারী ব্যক্তি। আর হে আলী! পরবর্তীদের মাঝে সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি হবে সে, যে তোমার উপর বর্শার আঘাত হানবে। এরপর তিনি (সা.) সেই স্থানের দিকে ইঙ্গিত করেন যেখানে তাকে বর্শার আঘাত করা হবে।

যখন হযরত আলীর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন তিনি ওসীয়্যত করেন, এবং তার ওসীয়্যত ছিল নিম্নরূপ ঃ বিসমিল্লাহির্ রহমানীর রহীম। এটি সেই ওসীয়্যত যা আলী বিন আবি তালিব করেছেন। আলী (রা.) ওসীয়্যত করছে, সে সাক্ষ্য দিচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি অনন্য এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আর এই যে, মুহাম্মদ (সা.) তার বান্দা ও রসূল, যাকে আল্লাহ্তা'লা হিদায়াত ও প্রকৃত ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন। হে হাসান! আমি তোমাকে এবং আমার সকল সন্তানসন্ততি ও সমস্ত পরিবারপরিজনদের আল্লাহ্তা'লাকে ভয় করার ওসীয়্যত করে যাচ্ছি, যিনি তোমাদের প্রভু প্রতিপালক। অধিকন্তু এই যে, সমর্পিত অবস্থায় যেন তোমাদের মৃত্যু হয়। তোমরা সবাই মিলে আল্লাহ্তা'লার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁ াকড়ে ধরে রাখবে এবং পরস্পর বিভক্ত হবে না, কেননা আমি আবুল কাসেম (সা.)-এর নিকট হতে শুনেছি যে, পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা নফল নামায ও রোযা অপেক্ষা উত্তম।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা নফল নামায ও রোযা অপেক্ষা উত্তম। অর্থাৎ পরস্পর সুসম্পক বজায় রাখা ও সমঝোতা করা–এটি অনেক বড় পুণ্য। তুমি নিজের

আত্মীয়স্বজনদের প্রতি যত্নবান থাকবে এবং তাদের সাথে সদাচরণ করবে, এতে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য হিসাব সহজ করে দিবেন। এতীমদের বিষয়ে আল্লাহ্কে ভয় কর। প্রতিবেশীদের বিষয়ে আল্লাহ্তা'লাকে ভয় কর, কেননা এটি তোমাদের নবী (সা.) এর তাকীদপূর্ণ নির্দেশ। তিনি (সা.) সর্বদা প্রতিবেশীর অধিকার প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। নামাযের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর, কেননা এটি তোমাদের ধর্মের ভিত্তি। আপন প্রভুর ঘর সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জীবনভর তা খালি হতে দিও না। কেননা তা যদি খালি ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে এর মতো অন্য কোন ঘর তোমরা পাবে না। আর নিজের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ কর। যাকাতের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা এটি আল্লাহ্র ক্রোধকে প্রশমিত করে। আর স্বীয় নবী (সা.)-এর প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ কে ভয় কর। তোমাদের কেউ যেন অন্যের প্রতি অন্যায় না করে। আর স্বীয় নবী (সা.)-এর সাহাবীদের বিষয়ে আল্লাহ্ কে ভয় কর, কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের বিষয়ে ওসীয়্যত করে গেছেন। আর দরিদ্র ও মিসকীনদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাদেরকে তোমাদের জীবিকার অংশীদার কর। আর তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর যারা তোমাদের অধীনস্ত অর্থাৎ যাদের দেখাশোনার দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পিত হয়েছে–তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় কর। নামাযের সুরক্ষা কর। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তালার সন্তুষ্টির জন্য কোন তিরস্কারকারীর ভয় করো না। 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নাহিয়ে আনিল মুনকার' অর্থাৎ ভালো কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কর্ম হতে বিরত রাখার কাজ সবসময় অব্যাহত রাখ। এটিকে কখনো পরিত্যাগ করো না। নতুবা তোমাদের মন্দ ব্যক্তিরাই তোমাদের হাকেম বা শাসক বনে বসবে। এরপর তোমরা দোয়া করলেও তোমাদের দোয়া গৃহীত হবে না। পারস্পরিক যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখ এবং সকল প্রকারের কৃত্রিমতার উর্ধ্বে থেকে একে-অন্যের কাজে আস। সাবধান! পারস্পরিক শত্রুতা বৃদ্ধি করো না, সম্পর্কচ্ছেদ করো না ও বিভেদে লিপ্ত হয়ো না আর পুণ্য ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগীতা কর। আর পাপ ও বিদ্রোহে সহযোগীতা করো না। আল্লাহতা'লার তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহতা'লা কঠোর শাস্তি দাতা।

হযরত আলী বিন আবু তালেব যখন মারা গেলেন তখন হযরত হাসান বিন আলী (রা.) মিম্বরে দাঁড়ালেন আর ঘোষনা দিলেন: হে লোকসকল! আজ রাতে এমন এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে যে, পূর্বেও কেউ তার চেয়ে অগ্রগামী হতে পারে নি, আর পরেও কেউ তাঁর সমমর্যাদায় উপনীত হতে পারবে না। মহানবী (সা.) যখন তাঁকে কোন যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করতেন তখন জিবরাইল তাঁর ডানপাশে এবং মিকাইল তাঁর বাম পাশে থাকতো আর যতক্ষন আল্লাহ্ তাঁর হাতে বিজয়ের মুকুট না দিতেন ততক্ষন পর্যন্ত তিনি প্রত্যাবর্তন করতেন না। তাঁর (রা.) খেলাফতকাল ছিল চার বছর সাড়ে আট মাস।

হযরত আলী (রা.) বিভিন্ন সময়ে মোট ৮টি বিয়ে করেন। আল্লাহ্তা'লা তাকে অনেক সন্তানসন্ততি দান করেছিলেন যার সংখ্যা ৩০-এর অধিক। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আঁহযরত (সাঃ) এর নিকট সবচাইতে প্রিয় ছিলেন হযরত ফাতেমা (রাঃ) এবং তাঁর স্বামী হযরত আলী (রা.)। হযরত সা'লাবা বিন আবু মালেক বর্ণনা করেন, প্রত্যেক রণক্ষেত্রে মহানবী (সা.)এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের সময় হযরত আলী বিন আবি তালেব পতাকা হাতে নিয়ে নিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.) কে বলেন, তুমি আমার ভাই এবং আমার সঙ্গী।

হযরত আনাসের পক্ষ থেকে বর্ণিত মহানবী (সা.) বলেছেন, জান্নাত তিন ব্যক্তির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষমান আর তারা হলেন হযরত আলী, আম্মার এবং সালমান। রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'জান্নাতের যে স্তরে আমি থাকবো সে স্তরে আলী ও ফাতেমাও থাকবে'। হযরত আলী (রা.)-এর 'আশারা মুবাশ্শারা'র অন্তর্ভুক্ত থাকার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) আশারা মুবাশ্শারা অর্থাৎ সেই দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত যারা এই পৃথিবীতেই রসূলুল্লাহ্ (সা.)এর পবিত্র মুখে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন। বাকী ইনশাল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা হবে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এখন আমি আরেকটি কথা বলতে চাই। আজ নববর্ষের প্রথম দিন এবং প্রথম জুমুআ। আপনারা দোয়া করুন–এ বছরটি যেন জামা'তের জন্য, পৃথিবীর জন্য এবং মানবতার জন্য কল্যাণকর হয়। আমরাও যেন আমাদের দায়িত্ব পালন করে পূর্বের তুলনায় বেশি খোদাতা'লার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সেজদাবনত হই এবং নিজেদের ইবাদতের মান বৃদ্ধি করি। এছাড়া জগদ্বাসীও যেন নিজেদের জন্মের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে আল্লাহ্‌তা'লার প্রাপ্য প্রদানকারী হয় এবং পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার পদদলীত করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশ অনুসরণের মাধ্যমে পরস্পরের অধিকার প্রদান করে। অন্যথায় আল্লাহ্‌তা'লা নিজর নিয়ম মাফিক জগদ্বাসীকে তাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। হায়! আমরা নিজেরা এবং পৃথিবীর সকল মানুষ যদি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করে নিজেদের ইহলোক ও পরলোক সুসজ্জিত ও সুনিশ্চিৎ করতে পারতাম। কয়েক মাস পূর্বেই আমি বেশকিছু সরকার প্রধানকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে পত্র লিখেছিলাম আর কোভিড-এর বরাতে বুঝানোর চেষ্টা করেছিলাম এবং এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে, এসব দুর্যোগ আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে আমাদের দায়-দায়িত ভুলে যাওয়ার ফলে এবং তা পালন না করার কারণে বরং নিপীড়ন নির্যাতনে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার কারণে আসে; এজন্য এদিকে দৃষ্টি দিন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এই রোগের ফলে প্রত্যেক আক্রান্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে প্রভাবিত তো হচ্ছেই কিন্তু মোটের ওপর অর্থনৈতিকভাবেও প্রভাবিত হচ্ছে বরং বড়বড় সম্পশালী রাষ্ট্রের অর্থনীতিও পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। জগদ্বাসীর কাছে এর শধুমাত্র একটিই সমাধান রয়েছে যে, যখন এরূপ অবস্থা দেখা দিবে অর্থাৎ যখন অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে তখন অন্যান্য ছোট ছোট দেশগুলোর অর্থনীতি নিজেদের নিয়ন্ত্রনে নিতে হবে, তাদেরকে কোনভাবে নিজেদের জালে ফাঁসাতে হবে, নিজেদের ফাঁদে ফেলতে হবে আর বিভিন্ন অজুহাতে তাদের সম্পদ করতলগত করতে হবে। এর জন্য ব্লক তৈরী হবে আর তা হচ্ছেও। শীতল যুদ্ধ পুনরায় শুরু হবে আর এখন তো বলা হচ্ছে, এক প্রকার শুরু হয়েই গিয়েছে। আর অসম্ভব নয় যে অস্ত্রের যুদ্ধও হবে আর যা হবে অত্যন্ত ভয়ংকর। তখন এরা আরো একটি গভীর কুঁপে নিপতিত হবে। দরিদ্র দেশগুলো তো পূর্বেই পিষ্ট হয়ে রয়েছে, কিন্তু এখন ধনী দেশগুলোর জনসাধারণও পিষ্ট হবে আর খুবই মারাত্মকভাবে পিষ্ট হবে। তাই পৃথিবী এমন অবস্থায় পৌঁছানোর পূর্বেই আমাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন করে জগদ্বাসীকে সতর্ক করা উচিত। অতএব এই বছর মোবারকবাদ জানানোর বছর বলে তখনই পরিগণিত হবে যখন আমরা আমাদের দায়িত্বাবলী এই আঙ্গিকে পালন করব অর্থাৎ মানুষকে বুঝাবো, জগদ্বাসীকে বুঝাব। এটি স্পষ্ট যে, এসব কিছু করার জন্য আমাদের নিজেদের অবস্থাও ক্ষতিয়ে দেখতে হবে। আমরা যারা যুগের ইমাম প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দীকে মেনেছি, আমাদের নিজেদের অবস্থা কি এরূপ হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানের পাশাপাশি কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর বান্দার অধিকারও প্রদান করছি নাকি এখনো আত্মসংশোধন এবং পারস্পরিক প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার আবেগ অনুভূতিকে এক অসাধারণ মানে উপনীত করা বাকী আছে? তাই প্রত্যেক আহমদীর ভাবা উচিত, কেননা তার ওপর অনেক বড় কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে আর সেটি সম্পাদন করার জন্য সর্বপ্রথম নিজের মাঝে অর্থাৎ আহমদী সমাজে প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসা ও ভাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করুন, এরপর বিশ্ববাসীকে সেই পতাকাতলে সমবেত করুন যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমুন্নত করেছেন আর যা আল্লাহ্‌তা'লার একত্ববাদের পতাকা। (এরূপ করলে) তবেই আমরা বয়আতের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারব, তখনই আমরা বয়আতের দায়িত্ব পালনকারী বলে সাব্যস্ত হব, তখনই আমরা আল্লাহ্‌তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারী বলে গন্য হব আর তখনই আমরা নতুন বছরের শুভেচ্ছ আদান প্রদানের যোগ্য হতে পারব। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন আর প্রত্যেক আহমদী নরনারী, আবালবৃদ্ধবনিতা এই বিষয়টি অনুধাবন করে এই অঙ্গীকার করুন যে, এই বছর আমি পৃথিবীতে এক বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও সামর্থ্য ব্যয় করব। আল্লাহ্‌তা'লা সকল আহমদীকে এর তৌফিক দান করুন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, বর্তমানে আমি পাকিস্তান ও আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য দোয়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাদেরকে আপনারা নিজেদের দোয়ায় স্মরণ রাখুন। পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে কতক মোল্লা এবং সরকারী কর্মকর্তারা অত্যাচার শুরু করে

চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা সংশোধনের অযোগ্য এরূপ লোকদের অতিসত্তর পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন। সেই খোদা যিনি সর্বোত্তম অভিভাবক এবং সর্বোত্তম সাহায্যকারী, নিশ্চিতভাবে তাঁর সাহায্য এসে থাকে এবং অবশ্যই আসছে। আর যখন আল্লাহ্তা'লার সাহায্য আসে তখন এসব জগতপূজারী এবং যারা নিরেজদের শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর মনে করে থাকে এমন লোকদের কোন চিহ্নও অবশিষ্ট থাকে না । কাজেই আমাদের দায়িত্ব হলো দোয়ার মাধ্যমে আমাদের ইবাদতকে প্রাণবন্ত করা আর যদি আমরা এরূপ করতে সক্ষম হই তাহলেই আমরা সফলকাম।

প্রকৃত আনন্দ তো তখন হবে যখন আমরা পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহ্তা'লার একত্ববাদের পতাকা উড্ডীন করতে সক্ষম হবো যা নিয়ে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন। আনন্দ তখন হবে যখন মানুষ মানবিক মূল্যবোধ অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। যখন পারস্পরিক ঘৃণাসমূহ ভালোবাসায় রুপান্তরিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শীঘ্রই এই আনন্দের উপকরণ দান করুন। মুসলিম উম্মাকেও আল্লাহ্ সুবুদ্ধি দিন যেন তারা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.)কে মানতে পারে এবং জগদ্বাসীকেও বিবেকবুদ্ধি দান করুন যেন তারা আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী হয়। আল্লাহ্তা'লা প্রতিটি দেশের সকল আহমদীকে স্বীয় নিরাপত্তার আশ্রয়ে রাখুন আর এ বছর প্রত্যেক আহমদী ও প্রতিটি মানুষের জন্য কৃপা ও কল্যাণের বছর হোক। বিগত বছর যে সমস্ত ঘাটতি রয়ে গেছে ও ত্রুটিবিচ্যুতি হয়েছে যা আল্লাহ্তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছে কিংবা আমাদেরকে কতিপয় পুরস্কার থেকে বঞ্চিত রাখার কারণ হয়েছে, এসব কিছু থেকে আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে স্বীয় পুরস্কার ও কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী করুন এবং আমরা যেন প্রকৃত মু'মিন হতে পারি। আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে এসব দোয়া করার তৌফিক দান করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

BOOK POST
PRINTED MATTER

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

1 JANUARY 2021

To,

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in

Compose & Distribute From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B.